কৃষি সুপারিশ

২৪-২৬ মে ২০২৪ (১০-১২ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১)

আউস ধান

জমিতে 'জো' থাকলে আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। **রোপনের উপযুক্ত জাত:** হীরা, প্রসাদ,অন্নদা,তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার: ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে।বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে কার্বেন্ডাজিম-৫০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

রোপনের উপযুক্ত জাত: ক্ষিতিশ, রত্না, শতাব্দী ইত্যাদি। রোপনের জন্য বীজতলা তৈরী করুন। ২৫ শতক বীজতলায় জৈব সার ২.৫ টন ও নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ ৫ কেজি করে মাটিতে মিশিয়ে দিন ও ৪০-৫০ কেজি শোধন করা বীজ বীজতলায় ফেলুন। কাদানো বীজতলায় বীজ শোধনের জন্য ১.৫ লিটার জলে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে তাতে এক কেজি বাছাই করা বীজ-ধান ৮-১০ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখার পর নীচে ডুবে যাওয়া বীজ তুলে জল ঝড়িয়ে বীজতলায় ফেলুন অথবা প্রয়োজনে কল গজানোর জন্য জাঁক দিন।

তিল : গাছের মাঝামাঝি অংশের ফল ভেঙে দানা শক্ত হল কিনা পরীক্ষা করে ফসল কাটতে হবে।ফসল কেটে কয়েকদিন জাঁক দিয়ে রাখতে হবে।

চীনবাদাম- মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে নিয়ে যদি দেখা যায় যে খোসার ভেতরের দিকে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরের খোসায় লালচে রং ধরেছে,তবে বুঝতে হবে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে।এছাড়া এসময় পাতা হলুদ রং এর হয়ে যায় এবংঝরে পড়ে।

মুগ – বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় চিলেটেড জিঙ্ক ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে, ৪ সপ্তাহের মাথায় ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট এবং ৫ সপ্তাহের মাথায় ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রতি বারে ৪০ লিটার অণুখাদ্য মেশানো জল প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত গাছে ফুল আসার পূর্বে একবার সেচ দিলে ভালো হয়। পাতায় পাউডার রোগ দেখা গেলে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ০.৫ গ্রাম ট্রাইডেমর্ফ প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

লেদা পোকার আক্রমন হলে মুগের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।আক্রান্ত ক্ষেতে মনোক্রোটোফস ৩৬ % এস. এল ১৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডিবিইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

আখ : রোগ পোকা যেমন, লাল ডোড়া ধ্বসা, ছিপটি ভূসা, ঢলে পড়া রোগ এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।লাল ডোরা ধ্বসা রোগে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।ছিপটি ভুষা রোগে গাছটিতে ভিজে কাপড় জড়িয়ে সাবধানে জমি থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন।সাথী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় তিল, ঢেঁড়স, পুঁই, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীর চাষ করুন।

বসন্ত-কালীন আখে প্রয়োজনীয় সেচ দিন, আগাছা পরিস্কার করুন ও আখ বসানোর ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন।

মুড়ি-আখ চাষে ১০% চাপান সার বেশী দিন। এই আখ চাষে রোগ-পোকার আক্রমন বেশী হয় , সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখুন।

পাট – ভাল ফলন পেতে হলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। চক্রবিদ্ধ বা হাত নিড়ানির সাহায্যে আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।চারা বেরোনোর ২১ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৮ কেজি নাইট্রোজেন প্রতি একরে ও ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় চাপান হিসাবে সম পরিমান নাইট্রোজেন প্রতি একরে প্রয়োগ করর উচিত। বোরোনের ঘাটতি থাকলে ডাই সোডিয়াম অক্টাবোরেট টেট্রাহাইড্রেট ০.১% প্রতি লিটার জলে গুলে চারা বেরোনোর তৃতীয় ও ষষ্ঠ সপ্তহে ভালো ভাবে পাতার উপর স্প্রে করলে পাট তন্তুর গুনমান ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

সবুজ সার : আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগামী ২৬ মে,২০২৪ রাতের দিকে পশ্চিমবঙ্গর উপকূলে সাইক্লোনের আছড়ে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে, এই পরিপ্রক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কৃষকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত সর্তকীকরণ বার্তা মেনে চলুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে সুবীর কুমার হাজরা

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ